

দ্রোহিনী

আশরাফুল মাখলুকাত। এই সেই বুদ্ধিমান যে কিনা তাজমহল বানাতে পারে কিন্তু বন্ধ করতে পারে না নুরজাহান-ফিরোজার কান্না। এই সেই চালাক যে কিনা মঙ্গলগ্রহে যেতে পারে কিন্তু মোছাতে পারে না পুর্ণিমা শীলের অশ্রু। এই সেই চতুর যে কিনা চাঁদের পাথর কুড়িয়ে আনতে পারে কিন্তু জাহানারা ইমামকে জাহান্নামের ইমাম না বলে পারে না। এই সেই ধূর্ত যে কিনা আহমদীদের বিরুদ্ধে এক ডাকে পনেরো হাজার লড়াকুকে রুমালৈ লাঠিঠে রাস্তায় নামিয়ে দিতে পারে কিন্তু বন্ধ করার চিন্তাও করতে পারে না ইসলামের নামে নারী-নিপীড়ন। আসলে পারে, কিন্তু চায় না। কেননা ওদের নামাজ-কালাম আর ইবাদতের লেলিহান দাবানলের জন্য অবশ্যই চাই সেই স্বর্গীয় সুগন্ধী জ্বালানী, নারী আর তার অধিকার।

“যাহাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান.....পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমাকে পশ্চাতে টানিছে”। জীবনের বেশীর ভাগ বোঝা বয়েও মেয়েরা তার প্রতিদান দূরের কথা স্বীকৃতিটুকুও পায়নি, এ পাপের ভয়াবহ মূল্য দিয়েছে মুসলিম-সমাজ। তার পশ্চাদপদ নারী-সমাজ চিরকাল আত্মঘাতীভাবে বিশ্ব-মুসলিমকে পশ্চাতে টেনে রেখেছে। আমি আগেও বলেছি মূল ইসলামি ধর্মদর্শন নারী-বিরোধী নয়। কোন ধর্ম-দর্শনই মূলে তা নয়। মানুষের ইতিহাসে নারী-বিরোধী খলনায়ক মাত্র একজন,-পুরুষতন্ত্র। তার মোক্ষম অস্ত্র হল ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগ, শারিয়া তার চির-বুড়ু উদাহরণ যার মুখরোচক শিক-কাবাব হল মুসলিম নারী।

কিন্তু, - পথ হোক দুঃসহ দুর্গম ভয়াবহ, দু’এক পথিক পথ চলবেই। খোদ নবীজীর স্ত্রী উম্মে সালামা (সুত্র -ফাতিমা মানিসি), সম্ভ্রান্ত ধনী ঘরের ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা, - মদিনায় বৌ-পেটানোর আয়াত (নিসা আয়াত ৩৪) নাজিল হলে জোর গলায় প্রশ্ন তোলেন মক্কার সেই নারী-অধিকারের আয়াতগুলোর এখন কি হবে। তার কি জবাব নবীজী দিয়েছিলেন আমার এ মুহূর্তে মনে নেই কিন্তু প্রশ্ন তোলার “অপরাধে” নবীজী তাঁকে হেনস্থাও করেন নি, তালুকও দেন নি - মুরতাদ তো বলেনই নি। তার পরের চোদ্দশ’ বছরের ইতিহাস মুসলিম নারীর নিরন্তর পরাজয়ের ইতিহাস, ইসলামের নামে শারিয়ার জগদদল পাথর চাপিয়ে দেবার ইতিহাস।

কিন্তু এটা কি চিরকাল চলতে পারে? গুজরাটে মেয়েদের হোস্টেলে মেয়েদের দ্বারা জুমা-পরিচালনার বিরোধিতা করেছে মোল্লারা, সেখানে বিদ্রোহিনীদের পরাজয় কি কোনই বিজয়ের ভিত্তি গড়ে তুলছে না? পরাজয় অবধারিত জেনেও আফগানিস্থানের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট-এর পদে দাঁড়িয়েছিলেন যে বিদ্রোহিনী, তাঁর মূল্যায়ন কিভাবে করবে বিশ্ব-মুসলিম? কুয়েত-কাতার-এ লড়ছেন যে বিদ্রোহিনীরা ভোটের দাবীতে- তাঁদের অবদানে কি গড়ে উঠছেন দেয়াল-লিখন? নিউ ইয়র্কে ডঃ আমিনা ওদুদ আর টরন্টোতে বিদ্রোহ করেছেন পুরুষ-মহিলার যুক্ত-জামাতে নামাজ পড়িয়ে ও খোৎবা পড়ে। ঘটনাটা চটাস করে পড়েছে মোল্লাতন্ত্রের গালে। সাথে সাথে তার আর্তনাদ-গর্জন অন্যদিকে বহু মুসলিমের সমর্থনে কাটা তরমুজের মতো দু’ভাগ হয়ে গেছে বিশ্ব-মুসলিম। দেশের ইসলামি সাপ্তাহিক “বর্তমান সংলাপ” বিদ্রোহিনীদের উৎসাহিত করে বাংলাদেশেও এটা চালু করতে বলেছেন। আসলে এটা ইসলামের বিরুদ্ধে যায়নি, গেছে মুসলিম সমাজের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। সে অধিকার বিদ্রোহিনীদের আছে, যদিও চোদ্দশ’ বছরের পুরোন ঐতিহ্যের শক্তিও কম নয়। ইসলামের নামে সামগ্রিক নারী-নিপীড়নের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ খুব একটা জুৎসই না হলেও এর মাধ্যমে নারীরা একটা শক্তিশালী বার্তা মুসলিম পুরুষদের কাছে পাঠিয়েছে - “আমার হাতেই নিলাম তুলে আমার যত বোঝা, তুমি আমার জলস্থলের মাদুর থেকে নামো”।

ইরাণের, ইন্দোনেশিয়ার, মালয়েশিয়ার “সিস্টার্স ইন ইসলাম”, পাকিস্তানের ডঃ আসমা জাহাঙ্গীর আর ডঃ ফারজানা বারী, ক্যানাডার আলিয়া হগবেন-ফারজানা হাসানের মতো মুসলিম বিদ্রোহিনীর দল সংগ্রাম করছেন সরাসরি শারিয়ার বিরুদ্ধে, কোন রকম রাখটাক ছাড়াই। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশেও কাজ করছেন বেশ কিছু নারী, - এখন তার সাথে যোগ করতে হবে ইসলামি পটভূমি। এতদিন ভারতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোন্যাল ল’ বোর্ডের ভাইদের ওপরে খুবই ভরসা করেছিল বোনেরা। কিন্তু হা হতোসি! সে বোর্ড

তাৎক্ষণিক তালাকের বিরোধিতা করেনি (ওটা ওখানে খুবই হয় - বি-বি-সি'র খবর -আর এ থেকেই উঠে আসে হিলা বিয়ের মতো কালনাগ) বলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনীরা আবেদন-নিবেদনের পথ ছেড়ে তড়িৎগতিতে বানিয়ে ফেলেছেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম উইমেন্স পার্সোন্যাল ল' বোর্ড। চিরকালের দাসীগুলোর যে এ হিম্মৎ হবে তা বোধ হয় পুরুষ-বোর্ড কল্পনা-ও করেনি, পিলে চমকে গেছে তার। তাকে ধিক্কার ও নারী বোর্ডকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে অজস্র ব্যক্তি ও মানবাধিকার সংগঠন।

সমস্যাটা হল, ইমাম হানিফা-তায়মিয়া কেউই ফুল-টাইম মোল্লা ছিলেন না, সবারই নিজস্ব আয় ছিল। কিন্তু আমাদের মোল্লারা প্রায়ই ব্যবসা-চাকরি উৎপাদন কিছুই করেনা। এদিকে সংসারে মা-বোনদের নিত্যদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়, তার ওপরে চাকরিজীবী হলে তো কথাই নেই, রান্নাঘরেও কোন সপ্তাহান্ত ছুটির দিন নেই। তাই ইসলামি কেতাব পড়ে এসে মোল্লাতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করা নারীদের পক্ষে প্রায়ই সম্ভব হয় না। তবে ব্যাপারটা থেমেও নেই। তত্বে দিক দিয়েও দ্রোহিনীর বিদ্রোহ ধুমায়িত হচ্ছে, ডঃ আসমা বালাস আঘাত করেছেন একেবারে শেকড়ে, - বই লিখেছেন “বিলিভিং উইমেন ইন ইসলাম - আনরিডিং প্যাট্রিয়ারচাল ইন্টারপ্রিটেশন্স অফ দি কোরাণ”। এতে কোরাণের চোদ্দশ’ বছরের পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যা বর্জন করার প্রয়োজনীয়তা ও ইসলামি পদ্ধতি বলেছেন তিনি। এ পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যাই ইসলাম ও মুসলিম নারীর প্রধান শত্রু, রাজনৈতিক ইসলাম (জামাত) এর প্রধান ধারক-বাহক। একে সমূলে উপড়ে ফেলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্ব-মুসলিমের আর নেই।

ইসলামের ভেতরে এ নিপীড়ন-নিরোধের যে হাতিয়ার আছে তাকে এখনো পুরোপুরি কাজে লাগান নি বিদ্রোহিনীরা। তবে লাগাবেন। এবং যেদিন লাগাবেন, সেদিন পালাতে পথ পাবে না জামাতিরা। বহু মওলানা, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ দেখিয়ে গেছেন কেন দাসপ্রথা, স্ত্রী-প্রহার, অনিয়ন্ত্রিত বহু-বিবাহ, তাৎক্ষণিক তালাক, নারীদের অর্ধেক উত্তরাধিকার ও সাক্ষ্য আসলেই ইসলামের মর্মবাণীর বিরোধী, কোরাণ আজ নাজিল হলে ওগুলো স্বভাবতঃই থাকত না। যে সমাজে কোরাণ এসেছিল সে সমাজ কোরাণ তৈরী করেনি, ওটা আগে থেকেই ছিল। সে সমাজের ঐতিহ্যবাহী অনিয়ন্ত্রিত নারী-নিপীড়নে কোরাণ শুধুমাত্র সেটুকুই বাধা আরোপ করেছে যা তখনকার মানুষ নিতে পারত। কোরাণ-রসুলের সামাজিক বিধি-বিধান শুধুমাত্র ঐ সমাজের জন্যই, বিধানগুলো চিরকাল প্রয়োগ করাতে কখনো বলেনি তারা। সেজন্যই ওগুলো ইসলামি ধর্ম-বিশ্বাসের পাঁচ স্তম্ভের অঙ্গ করাও হয়নি। বাকী রয়েছে বুদ্ধি-বিবেকের নীতিতে নর-নারীর সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য কোরাণের পথনির্দেশ।

কিন্তু জামাতের অনৈসলামিক ক্লিনহস্ত এতই শক্তিশালী যে গত মে’ মাসে লাহোরের হাইকোর্টের ক্ষমতা হয়নি ধর্ষককে শাস্তি দেবার জন্য ধর্ষণের শারিয়া-আইনে ডি-এন-এ পরীক্ষা যোগ করার কারণ হুদুদে মানুষের হাত চলবে না -<http://jang.com.pk/thenews/may2005-daily/21-05-2005/main/main10.htm>। বারো বছরের ছোট ভাই মাতব্বরের কন্যার সাথে মেলামেশা করেছে সেই “অপরাধে” সবার সামনে মুখতারান বাঈ-কে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গণধর্ষণ করা হয়েছে, তবু পাকিস্তানের শারিয়া-আদালত ধর্ষকদেরকে মুক্তি দিয়েছে কারণ ধর্ষণটা ঘরের ভেতর হয়েছে বলে তার “চাক্ষুষ সাক্ষী” নেই। (রয়টার ১০ই জুন ২০০৫)-http://today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=worldNews&storyID=2005-06-10T135713Z_01_N10647752_RTRIDST_0_INTERNATIONAL-PAKISTAN-RAPE-DC.XML জামাতের হাতে নারী-নির্যাতনের এ রকম সাম্প্রতিক অনেক উদাহরণ আমার সাইটে দেয়া আছে - JamatePislami.com. এই হল “আল্লার আইন” - এ অস্ত্রেই বিশ্ব-মুসলিমের অগ্রগতিকে জামাত মারাত্মক সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। এ নিষ্ঠুরতা আর কত সহ্য করবে মুসলিম নারী? কেন করবে? দুনিয়ায় অনেক বিবর্তনের এ এক নতুন ধারা, মুসলিম বিদ্রোহিনী। তাঁদের স্বাগতঃ জানাই। এটা তাঁদেরই লড়াই, শাড়ীটা কোমরে আচ্ছা করে পেঁচিয়ে হাতের ঝাঁটাগুলোকে জামাতের ওপরে প্রয়োগ তাঁরাই সঠিকভাবে করতে পারবেন।

১১ই জুন ৩৫ মুক্তিসন (২০০৫)